পাইন বনের নিভৃত ছায়ে

লেখক • শান্তনু
ভট্টাচার্য

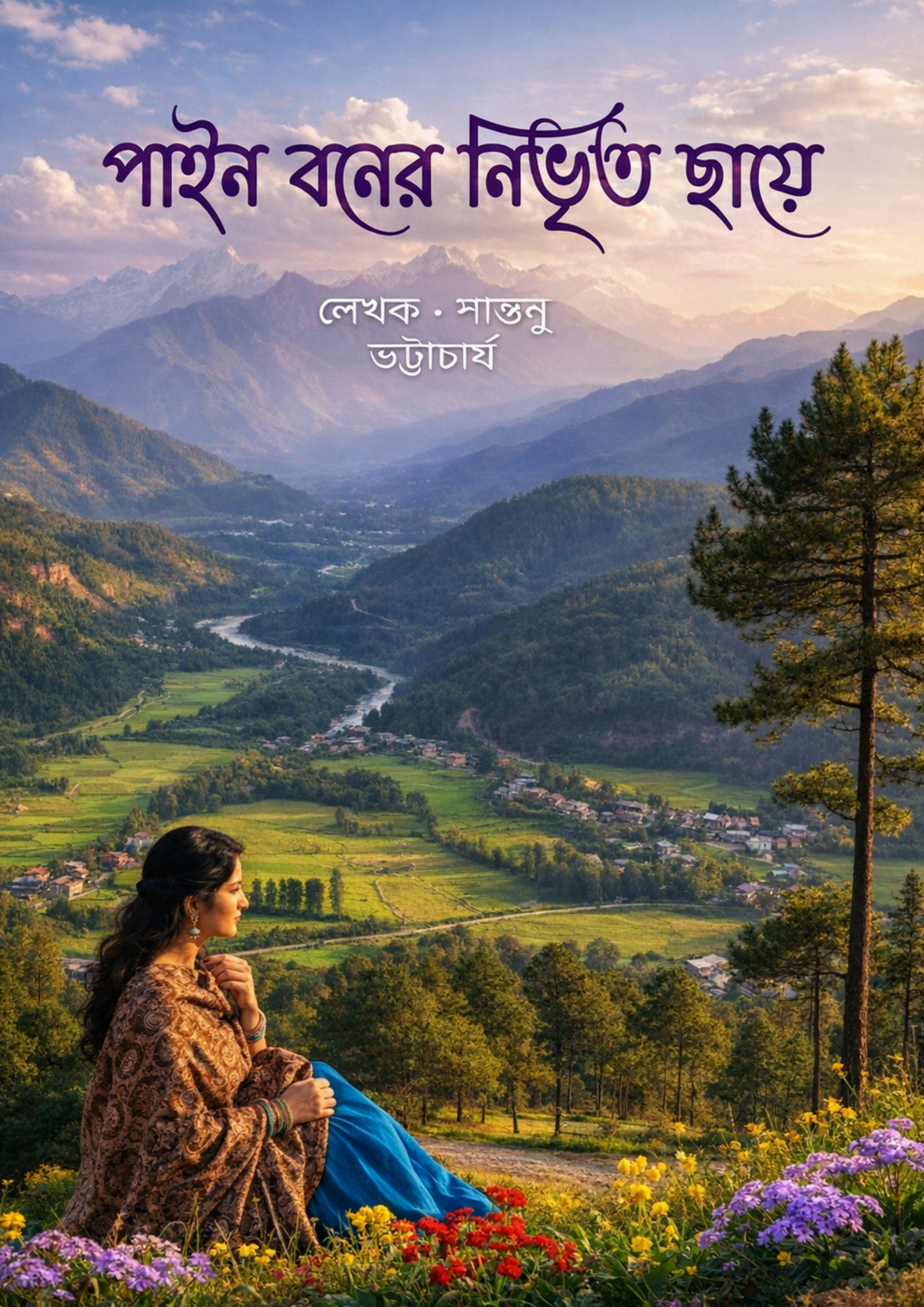

পাইন বনের নিভৃত ছায়ে

India | Australia
www.bharatglobalpublications.com
info@bharatglobalpublications.com

পাইন বনের নিভৃত ছায়ে

লেখক

শান্তনু ভট্টাচার্য

Copyright 2026 by শান্তনু ভট্টাচার্য

First Impression: January 2026

পাইন বনের নিভৃত ছায়ে

ISBN: 978-93-49554-57-3

Rs. 199/- ($50)

No part of the book may be printed, copied, stored, retrieved, duplicated and reproduced in any form without the written permission of the editor/publisher.

DISCLAIMER

Information contained in this book has been published by Bharat Global Publications and has been obtained by the author from sources believed to be reliable and correct to the best of their knowledge. The authors are solely responsible for the contents of the articles compiled in this book. Responsibility of authenticity of the work or the concepts/views presented by the author through this book shall lie with the author and the publisher has no role or claim or any responsibility in this regard. Errors, if any, are purely unintentional and readers are requested to communicate such error to the author to avoid discrepancies in future.

Published by:

Bharat Global Publications

Disclaimer

এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণরূপে একটি কাল্পনিক সৃষ্টি। উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তির সাথে কোনোপ্রকার সাদৃশ্য পাওয়া গেলে তা নিছকই কাকতালীয়। নাটকীয়তার প্রয়োজনে সমস্ত ঘটনা, স্থান, সংলাপ এবং নাম কাল্পনিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই উপন্যাসে কিছু অশালীন ভাষা, প্রাপ্তবয়স্কদের কৌতুক এবং এমন কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে, যা শিশু বা ২০ বছরের কম বয়সী পাঠকদের জন্য উপযুক্ত নয়। এটি শিশুদের পাঠযোগ্য নয়। পাঠকদের নিজস্ব বিচারবিবেচনা কাম্য

This Novel is completely a work of fiction. All the characters in the novel are fictitious. Any resemblance to any person living or dead is purely coincidental. All incidents, locations, dialogues, and names are fictionalized for the purpose of dramatization. This Novel contains some coarse language, adult humour and mature themes which are not suitable for children or readers under the age of 20. It is not intended for children. Reader's discretion is advised.

ভূমিকা

১৯৪৭ সালের ধুলো তখনও পুরোপুরি থিতিয়ে পড়েনি, যখন একটি জাতির আত্মা তার দীর্ঘ ও কঠিন জাগরণের পথে পা বাড়াল। স্বাধীনতার ঠিক পরেই ভারত ছিল এক গভীর বৈপরীত্যের দেশ—একদিকে সদ্য পাওয়া সার্বভৌমত্বের উন্মাতাল বাতাস, অন্যদিকে প্রাচীন কুসংস্কার আর ঔপনিবেশিক কঠোরতার অদৃশ্য শিকল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিধ্বনি আর পিতৃতন্ত্রের একগুঁয়ে ফিসফিসানি যেখানে মুখোমুখি হয়, সেই সন্ধিক্ষণেই আমাদের গল্পের শুরু।

এই আখ্যানের কেন্দ্রে রয়েছেন এমন এক নারী, যিনি স্বাধীনতাকে কেবল রাজনৈতিক মর্যাদা হিসেবে নয়, বরং ব্যক্তিগত অধিকার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার সাহস দেখান। ছোট শহরের শান্ত লয় থেকে উঠে আসা এই নারী বহন করছেন প্রগতিশীল চিন্তার এমন এক মশাল, যা ঐতিহ্যের বুননকেও ঝলসিয়ে দিতে পারে। তাঁর কাছে নারীত্ব মানে রান্নাঘর বা আঁতুড়ঘরে লিখে দেওয়া কোনো নিয়তি নয়; এটি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন এবং স্বাধীনতার এক অদম্য সৌন্দর্যের ক্যানভাস।

দুন উপত্যকার সবুজে ঘেরা, কুয়াশাচ্ছন্ন বিস্তার এখানে কেবল এক মনোরম পটভূমি নয়। লিচু বাগান আর হিমালয়ের ছায়ায় ঘেরা দেরাদুন এখানে পরিবর্তনের এক সীমানা। তবুও, এই সৌন্দর্যের মাঝেও দাঁড়িয়ে আছে এমন এক প্রতিষ্ঠান যা গড়ে উঠেছে "শৃঙ্খলা"-র ভিত্তির ওপর—যে শব্দটি প্রায়শই প্রথা মেনে চলা এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ভদ্রোচিত নামান্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উপত্যকার অন্যতম এক অভিজাত কলেজের পবিত্র ও প্রতিধ্বনিত করিডোরে পা রাখামাত্রই তিনি নিজেকে একজন ব্যতিক্রমী হিসেবে আবিষ্কার করেন। তাঁর লড়াই স্লোগান দিয়ে নয়, বরং পাঠ্যক্রমের নীরব পরিবর্তন এবং রক্ষণশীল সমাজের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকানোর মাধ্যমে। তিনি এমন এক নারী যিনি বিশ্বাস করেন, নিজের

পায়ে দাঁড়ানোই হলো শ্রেষ্ঠ উপাসনা এবং অন্যায্য প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করাই হলো শিক্ষার প্রকৃত রূপ।

আধুনিক আদর্শবাদ যখন ঐতিহ্যের অমসৃণ ধারের সাথে ঘর্ষিত হয়, তখন যে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়, এই উপন্যাসটি তারই অনুসন্ধান। এটি উত্তরের "ধূসর শহর"-এর মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের একাকীত্ব এবং পথপ্রদর্শক হওয়ার সাহসের এক যাত্রা।

একটি কণ্ঠস্বর কি শতাব্দীপ্রাচীন প্রত্যাশার স্থাপত্য গুঁড়িয়ে দিতে পারে? অতীতের শৃঙ্খল কি ভাঙা সম্ভব কেবল একটি মেয়েকে নিজের ভাবনায় ভাবতে শেখানোর মাধ্যমে?

দুন উপত্যকায় আপনাকে স্বাগত, যেখানে বাতাস শীতল ও সতেজ, যেখানে প্রিমরোজ আর জাকারান্ডা ফুল ফোটে, পাহাড় যেখানে শাশ্বত, আর পরিবর্তনের হাওয়া অবশেষে বইতে শুরু করেছে

বইটি সম্পর্কে

সদ্য স্বাধীন ভারতের ধুলোমাখা ও স্মৃতিজাগানিয়া পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসটি এমন এক নারীর সাহসী যাত্রার গল্প বলে, যিনি জন্মেছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। এমন এক যুগে যখন জাতীয় সত্তা নতুন করে গড়ে উঠছিল, অথচ নারীদের জন্য সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন ছিল এক কঠোর খাঁচার মতো, সেখানে তিনি আবির্ভূত হন প্রগতিশীল আদর্শের আলোকবর্তিকা হিসেবে। পারিপার্শ্বিক জগৎ যখন বিশ্বাস করত যে নারীর মূল্য কেবল অন্দরমহল আর অন্যের সেবায় সীমাবদ্ধ, তিনি তখন স্বপ্ন দেখতেন এক অন্য নিয়তির। তাঁর কাছে শিক্ষা কেবল শ্রেণিকক্ষের পাঠ ছিল না; এটি ছিল পুরুষতান্ত্রিক নির্ভরতার কাঠামো ভেঙে ফেলার এক বিপ্লবী হাতিয়ার।

এই উপন্যাসটি বেরিলির সাদামাটা অলিগলি থেকে দেরাদুনের কুয়াশাঘেরা সম্ভ্রান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক তরুণীর রূপান্তরের মহাকাব্যিক যাত্রাকে তুলে ধরে। কেবল স্বপ্নচারী হিসেবে নয়, তিনি সেখানে প্রবেশ করেন এক পথপ্রদর্শক শিক্ষাবিদ হিসেবে; এমন এক বিশ্বে নিজের উত্তরাধিকার বা 'লেগ্যাসি' তৈরি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে বিশ্ব তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সন্দেহের চোখে দেখত।

ভৌগোলিক পরিবর্তনের চেয়েও তাঁর এই যাত্রা ছিল এক অগ্নিপরীক্ষা। আখ্যানটি তাঁর বহুমুখী বাধার চিত্র নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলে:

এমন এক একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের গেঁড়ে বসা সংস্কারের মোকাবিলা করা, যা নারীর মেধার কর্তৃত্ব মেনে নিতে নারাজ।

একজন নেতা ও মেন্টরের গাম্ভীর্য বজায় রেখে নিজের মনের সংশয় বা 'ধূসর শহর'-এর (Grey City) মধ্য দিয়ে পথ চলা।

তাঁর প্রগতিশীল শিক্ষণ পদ্ধতির সাথে সমাজের শতবর্ষপ্রাচীন কঠোর প্রত্যাশার এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখা।

এই আখ্যানটি সাংস্কৃতিক সংঘাতের এক গভীর অনুসন্ধান—যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে যখন আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তির সাথে ঐতিহ্যের কঠোর ও অমসৃণ প্রান্তের ঘর্ষণ লাগে। উত্তরের এই "ধূসর শহরে" তাঁর বিচরণের মাধ্যমে গল্পটি তুলে ধরে:

সেই গভীর ও অতল একাকীত্ব, যা তাদের সঙ্গী হয় যারা এমন পথে হাঁটে যেখানে আগে কোনো পথ ছিল না।

তাঁর অটুট বিশ্বাস যে নারীরা কেবল গৃহকর্মে নয়, বরং পেশাগত দক্ষতায় সমাজের স্থপতি হতে সক্ষম।

একটি মূল ভাবনার অন্বেষণ—একটি মেয়েকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখানো কি অতীতের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য এক "নীরব বিপ্লব" হতে পারে?

একটি একক, দৃঢ় কণ্ঠস্বর কি শতাব্দীপ্রাচীন প্রত্যাশার ইমারত ভেঙে ফেলতে পারে? এটি কেবল সমাজ সংস্কারের গল্প নয়; এটি এমন এক নারীর হৃদয়ের যাত্রা যিনি বিশ্বাস করার সাহস রাখেন যে, "নতুন ভারত" ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পারে না, যতক্ষণ না এর কন্যারা তাদের পূর্বপুরুষদের নীরবতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়।

লেখক পরিচিতি

কলকাতার বাসিন্দা, লেখক এবং প্রকৃতিপ্রেমী শান্তনু ভট্টাচার্য তাঁর প্রথম প্রথম উপন্যাস নিয়ে হাজির হয়েছেন। তিনি একজন উৎসাহী পাখি-আলোকচিত্রীর (bird photographer), যিনি পাহাড়ের নির্জনতা এবং প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পান পরম প্রশান্তি। পাখি পর্যবেক্ষণ, বনভ্রমণ এবং ভৌতিক ঘরানার লেখার জন্য এর আগে তিনি তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। তবে তাঁর এই নতুন উপন্যাসে লেখক গতানুগতিক গতানুগতিক ধারা থেকে সরে এসে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি, চেতনা এবং সামাজিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করেছেন। উপন্যাসের কাহিনি কাহিনি আবর্তিত হয়েছে এক দৃঢ়চেতা নারিকাকে নিয়ে, যার যাত্রা শুরু হয় এক ছোট মফস্বল শহর থেকে এবং পৌঁছায় স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের দোরগোড়ায়। সদ্য স্বাধীন ভারতের সেই সন্ধিক্ষণে, তথাকথিত সমাজের সমাজের গোঁড়া এবং সেকেলে চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি হয়ে ওঠেন প্রগতির এক উজ্জ্বল প্রতীক।

এটি এমন একটি গল্প যা ধীরে ধীরে তার ডালপালা মেলে ধরে। এটি পাঠকদের এক নারীর নিজেকে এবং সমাজকে বদলানোর সাহসী হতে আহ্বান জানায়—যে নারী সমাজের প্রচলিত নিয়মগুলো নতুন করে লিখতে লিখতে বদ্ধপরিকর। একটি পরিবর্তনশীল সমাজের রক্ষণশীল প্রথা এবং পশ্চাৎপদ মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্য তিনি নিরলস সংগ্রাম করে সংগ্রাম করে যান। সমাজের বাধানিষেধগুলো ভেঙে ফেলার এই প্রচেষ্টার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই সাহসিকতার এক অনবদ্য কাহিনি গড়ে ওঠে।

সহনশীলতা ও পরিবর্তনের এই রোমাঞ্চকর কাহিনীতে নারিকার জীবনের জীবনের নানা পর্যায় উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথে পাঠকরা মুগ্ধ হতে বাধ্য। বাধ্য। যারা চরিত্র-প্রধান আখ্যান এবং সামাজিক পরিবর্তনের জটিল সমীকরণ নিয়ে পড়তে পছন্দ করেন, তাদের জন্য এই বইটি অবশ্যপাঠ্য।

Scan Here

India | Australia

@bharatglobalpublications

@bharatglobalpublications

www.bharatglobalpublications.com

info@bharatglobalpublications.com

BHARAT GLOBAL Publications

ISBN 978-93-49554-57-3

9 789349 554573

₹ 199/- inclusive of all taxes